NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি নবপত্রিকা
সোম স্বাস্থ্য বীমা আরোগ্য
মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি টার্গেট
বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি ঘুরে দেখি
বৃহস্পতি খেলার জগৎ গ্যালারি
শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ বায়োস্কোপ
শনি অর্ধেক আকাশ চিত্রাঙ্গদা

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ পদ্মাপারের হিংসার আঁচ থেকে কলকাতাকে বাঁচাতে পদক্ষেপ নগরপালের

বিভিন্ন বেকারিতে সারপ্রাইজ ভিজিট করছেন ফুড ইন্সপেক্টররা! ৩

কলকাতা ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ ৫ পৌষ ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ১৮৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.12.2025, Vol.19, Issue No. 187, 8 Pages, Price 3.00

বিদায়ে বিশৃঙ্খলা, বিপুল জমায়েতেই হাদির শেষকৃত্য

নজরুলের পাশেই কবরে বিতর্ক

ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর: শনিবার দুপুরে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে হাদির। উপস্থিত ছিলেন সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস। এ ছাড়াও ছিলেন তাবড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যেরা। হাদিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সংসদ ভবনের সামনে জড়ো হয়েছিলেন কাতারে কাতারে মানুষ। বিবিসি বাংলা-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, নমাজের আগে ইউনূস বলেন, 'তোমাকে আমরা বিদায় জানাতে আসিনি আজ। তুমি আমাদের বুকের ভিতরে আছ, সব বাংলাদেশির বুকের ভিতরে আছ।' এ সময়ে হাদির পরিবার ও ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যদের পক্ষ থেকে হাদির খুনিদের গ্রেপ্তারি ও চরম শাস্তির দাবি জানানো হয়।

রাষ্ট্রীয় সম্মান, লক্ষ মানুষের ভিড়, আয়োজনে বাদ ছিল না কোনও কিছুই। শুধু তাই নয়, প্রবল বিতর্ক সত্ত্বেও বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের সমাধির পাশেই কবর দেওয়া হয় হাদিকে। ইতিমধ্যে প্রয়াত ছাত্রনেতা ওসমান হাদির শেষকৃত্য ঘিরেও ছড়ায় বিশৃঙ্খলা। নমাজ শেষ হতেই একদল লোক দৌড়ে ঢোকার চেষ্টা করলেন সংসদ ভবনে। সেনার হস্তক্ষেপে কোনও মতে নিরস্ত করা হয় তাঁদের।

হাদির শেষকৃত্যের পর উপস্থিত জনতার একাংশ জোর করে সংসদ ভবনে প্রবেশের চেষ্টা করেন বলে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর। সেখানে অবস্থানরত সেনা সদস্যেরা তাঁদের বাধা দেন। বাংলাদেশের স্থানীয় সময় অনুযায়ী বেলা আড়াইটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে সংসদে প্রবেশের গেটগুলি ঘিরে ফেলেন সেনা। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে বেঁধে ফেলা হয় ভবনের চার দিক। মাইকে সকলকে সরে যাওয়ার অনুরোধ করতে থাকেন সেনা সদস্যেরা। যদিও যাঁরা সংসদে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন, তাঁরা সরেননি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাঁরা সেনার কর্ডনের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে খবর। পরে অবশ্য ধীরে ধীরে ভিড় ফাঁকা হতে থাকে।

শেষকৃত্যের পর দুপুর সাড়ে ৩টের দিকে হাদির দেহ নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে কেন্দ্রীয় মসজিদে কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির পাশে সমাধিস্থ করা হয় তরুণ নেতাকে। একাধিক শিক্ষক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সমাধিস্থ করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই নির্দিষ্ট চত্বরে। এ বার সেখানে স্থান পেলেন হাদিও।

হাদির শেষকৃত্যের জমায়েত থেকে হিংসা ছড়াতে পারে, এই মর্মে বাংলাদেশে থাকা নাগরিকদের আগেই সতর্ক করেছিল আমেরিকা। জমায়েতের কারণে শনিবার ঢাকায় ব্যাপক যানজট হতে পারে বলেও জানানো হয়েছিল। প্রস্তুত ছিল ইউনূস সরকার। শুক্রবার সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয় হাদির মরদেহ। হাদির স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে শনিবার বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছিল।

তবে একজন মৌলবাদীকে ঘিরে এত আয়োজন ও সরকারি উদ্যোগ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই ঘটনার সঙ্গে মিল পাওয়া যাচ্ছে অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানে মৃত জঙ্গিদের শেষকৃত্যের ঘটনার। সেবারও শতাধিক জঙ্গির মৃত্যুর পর রাষ্ট্রের উদ্যোগে শেষকৃত্যের আয়োজন করে পাক সরকার। যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসিম মুনির-সহ পাকিস্তানের শীর্ষ সেনাকর্তারা। যেখানে জানাজা পড়তে দেখা যায় লস্কর জঙ্গি আবদুল রউফকে। অতীতের পাকিস্তানের সেই ছবির সঙ্গে মৌলবাদের কবলে চলে যাওয়া বাংলাদেশের এই ছবির কোনও পার্থক্য নেই বলে মনে করছেন বিদ্বজনেরা।

মহাজঙ্গলরাজ থেকে মুক্তির ডাক মোদীর

কুয়াশা কাটিয়ে বিকাশের বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘন কুয়াশার কারণে তাহেরপুরে নামতে পারল না প্রধানমন্ত্রীর কপ্টার। কলকাতা থেকেই ফিরে যেতে হয় নরেন্দ্র মোদীকে। তবে কর্মসূচি বাতিল করেননি। সভাস্থলে উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে অডিও বার্তার মাধ্যমে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। বক্তব্যের শুরুতেই দুঃখপ্রকাশ করেন তিনি। একই সঙ্গে সাম্প্রতিক দুর্ঘটনায় বিজেপি কর্মীদের মৃত্যুতেও শোকপ্রকাশ করেন মোদী।

প্রায় ১৬ মিনিটের সেই অডিও বার্তায় উন্নয়ন, প্রকল্প, অনুপ্রবেশ, দুর্নীতি, এসআইআর, ডবল ইঞ্জিন সরকার থেকে শুরু করে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন, সবকিছুই উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর কথায়। মোদীর স্পষ্ট আবেদন, 'একবার বিজেপির সরকার করে দেখুন।' তাঁর অভিযোগ, 'পশ্চিমবঙ্গে এখন মহা জঙ্গলরাজ চলছে।' অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষার জন্যই তৃণমূল কংগ্রেস ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

কয়েকদিন আগেই বিহার বিধানসভা ভোটে বিজেপি-জোটের বড় জয়ের প্রসঙ্গ টেনে মোদী বলেন, 'বিহার থেকে গঙ্গা বয়ে এসে বাংলায় পৌঁছয়।' সেই সঙ্গেই বিহারের জঙ্গলরাজের সঙ্গে বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা টেনে তাঁর দাবি, 'এখন বাংলার কোণায় কোণায় শোনা যাচ্ছে, বাঁচতে চাই বিজেপি চাই।'

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে উন্নয়নের প্রশ্নও। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য টাকার অভাব নেই, প্রকল্পেরও অভাব নেই, ইচ্ছাশক্তিরও ঘাটতি নেই। তা হলে কাজ হচ্ছে না কেন, এই প্রশ্ন তুলে সরাসরি তৃণমূল সরকারের দিকে আঙুল তোলেন মোদী। কমিশন ও কাটমানির জন্য বহু কেন্দ্রীয় প্রকল্প আটকে রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। সেই প্রসঙ্গেই মোদীর কটাক্ষ, 'তৃণমূল মোদীর বিরোধিতা করুক, বিজেপির বিরোধিতা করুক, বারবার করুক। কিন্তু বাংলার উন্নতির বিরোধিতা কেন করা হচ্ছে, সেটা আমি বুঝতে পারছি না।' এই পরিস্থিতি বদলাতে ফের 'ডবল ইঞ্জিন সরকার'-এর পক্ষে সওয়াল করেন প্রধানমন্ত্রী।

অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও ফের তৃণমূলকে নিশানা করেন মোদী। তাঁর বক্তব্য, 'অনুপ্রবেশকারীদের সুবিধা দিতেই তৃণমূল এসআইআর-এর বিরোধিতা করছে।' সেই সঙ্গে ত্রিপুরার উদাহরণ টেনে বামেদেরও আক্রমণ করেন তিনি। মোদীর দাবি, ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার আসার পর উন্নয়ন হয়েছে। বাংলায় বাম সরকার চলে যাওয়ার পর তৃণমূল বামেদের সব খারাপ গুণ আত্মস্থ করেছে এবং আরও বাড়িয়ে তুলেছে। উল্লেখ্য, যেখানে সভার আয়োজন ছিল, সেই তাহেরপুর পুরসভা এখনও বামেদের দখলে, গোটা রাজ্যে একমাত্র এই পুরসভাতেই বামেদের ক্ষমতা রয়েছে।

এ দিনের বক্তব্যে কার্যত ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের সুর বেঁধে দেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'বাংলায় একবার বিজেপি সরকার এনে দেখুন, কত দ্রুত উন্নতি হয়।' 'জয় নিতাই' বলে ভাষণ শুরু করে নদিয়ার ইতিহাস, হরিনাম সংকীর্তন এবং মতুয়া সমাজের প্রসঙ্গও টেনে আনেন মোদী। হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর ও বড়মার কথা স্মরণ করে মতুয়া সমাজের গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন তিনি। ভাষণের শেষভাগে মোদী জানান, খারাপ আবহাওয়ার কারণে সভাস্থলে পৌঁছনোর পথে দুর্ঘটনায় কয়েকজন বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান তিনি। পাশাপাশি জানান, পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক এলাকাগুলিকে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আনতেই জাতীয় সড়কের চার লেনের দুটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি যাতায়াত আরও সহজ হবে, ব্যবসা ও পর্যটনের উন্নতির লক্ষ্যেই এই পরিকাঠামো প্রকল্প, এ কথাও শোনান প্রধানমন্ত্রী।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত ৩ বিজেপি সমর্থক

■ নদিয়ার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভায় যোগ দিতে এসে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল তিন বিজেপি সমর্থকের। দু'জন গুরুতর ভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মোদীর সভায় যোগ দিতেই বাস ভাড়া করে মুর্শিদাবাদ থেকে তাহেরপুরে আসেন প্রায় ৪০ জন বিজেপি সমর্থক। স্থানীয় সূত্রে খবর, তাঁদের মধ্যে ওই পাঁচ জন বাস থেকে নেমে রেললাইনের উপর প্রাতঃকৃত্য সারছিলেন। আচমকাই ওই লাইনে ট্রেন চলে আসে। কুয়াশার কারণে ট্রেনের গতিবিধি টের পাননি ওই বিজেপি সমর্থকেরা।

নরেন্দ্র ভাষণে বন্দে বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তাহেরপুর-সহ সারা রাজ্যের বাসিন্দাদের উদ্দেশে দেওয়া টেলিফোন বার্তায় জাতীয় গান 'বন্দেমাতরম'-এর জন্মভূমিকে ঘিরে আবেগ ঝরালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভাষণে একদিকে যেমন উঠে এল বন্দেমাতরমের ১৫০ বছরের ঐতিহ্য, তেমনই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'ঋষি বঙ্কিমবাবু' হিসেবে সম্বোধন করে বাঙালি অস্মিতার স্পষ্ট বার্তা দিলেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই আবেগী সংযোজন।

ঘন কুয়াশার কারণে নদিয়ার তাহেরপুরে নির্ধারিত সরকারি অনুষ্ঠান ও জনসভায় সশরীরে পৌঁছতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী। কলকাতা থেকেই ভার্চুয়ালি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন তিনি। সেই ভাষণের শুরুতেই বাংলার সাংস্কৃতিক গৌরবের প্রসঙ্গ টেনে আনেন মোদী। বন্দেমাতরমকে তিনি উল্লেখ করেন বাংলার মাটির 'শ্রেষ্ঠ উপহার' হিসেবে।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'বন্দেমাতরম এই বাংলার মাটিরই অমূল্য দান। দেড়শো বছর ধরে এই গান দেশের প্রেরণা। আজ গোটা ভারত তার গৌরব উদ্যাপন করছে।' তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে উঠে আসে বন্দেমাতরমের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বাংলার ঐতিহাসিক ভূমিকা। এ দিনের ভাষণে তারই সেই অনুভূতির প্রতিফলন দেখা যায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই বাংলার মাটিই ঋষি বঙ্কিমবাবুর মতো মহাপুরুষকে দেশকে উপহার দিয়েছে। বন্দেমাতরমের অমরভূমি পশ্চিমবঙ্গ।'

মতুয়াদের পাশে, 'নিশ্চয়তা' নমোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বক্তৃতায় মতুয়াদের উল্লেখ থাকলেও তাঁদের এসআইআর-উদ্বেগ কমানোর মতো কোনও বার্তা ছিল না। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ফোন-ভাষণ শেষ হওয়ার পরে মতুয়া সমাজের অনেকে হতাশা নিয়েই নদিয়ার তাহেরপুরের মাঠ ছাড়েন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক শিবিরে কাটাছেঁড়াও শুরু হয়ে গিয়েছিল পুরোদমে। যুবভারতী প্রসঙ্গেও তাঁর নীরবতা বিস্মিত করেছিল অনেককে। সন্ধ্যায় সেই সব না-বলা প্রসঙ্গ একে একে লিখে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করলেন মোদী। এক্স হ্যান্ডলে একগুচ্ছ পোস্টের মাধ্যমে সে বার্তা এল, যার শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী লিখলেন, 'আরও কিছু বিষয় ছিল, যা আমি রানাঘাটে বলতাম, কিন্তু আবহাওয়ার কারণে আমি সশরীরে সভায় হাজির হতে পারিনি। এখানে একগুচ্ছ বিষয় নিয়ে আরও কিছু কথা জানাচ্ছি।' পশ্চিমবঙ্গের মতুয়া সমাজের উদ্দেশে মোদী লিখলেন, 'আমি প্রত্যেকটি মতুয়া ও নমশূদ্র পরিবারকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমরা সর্বদা তাঁদের সেবায় নিয়োজিত থাকব।' যুবভারতীকাণ্ড নিয়েও লিখিত আক্রমণ শানান তৃণমূলকে।

প্রত্যেক মতুয়া এবং নমশূদ্র পরিবারকে পাশে থাকার 'নিশ্চয়তা' দেওয়ার পাশাপাশি মোদী লিখেছেন, 'তাঁরা তৃণমূলের দয়ায় এখানে থাকছেন না। আমাদের সরকারের আনা সিএএ-র সৌজন্যে মর্যাদার সঙ্গে ভারতে বাস করা তাঁদের অধিকার। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার শপথ নেওয়ার পরে আমরা মতুয়া এবং নমশূদ্র সমাজের জন্য আরও অনেক কিছু করব।'

মুখ্যমন্ত্রীই আশ্রয়, নিশানা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের ইঙ্গিত দিলেন মমতাবালা ঠাকুর। শনিবার কলকাতার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'মতুয়াদের মধ্যে একটা ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে, আগামীতে সেটা আরও বাড়বে।'

নদিয়ার তাহেরপুরে কুয়াশার কারণে প্রধানমন্ত্রী মোদীর হেলিকপ্টার নামতে ব্যর্থ হয়। পরে তাকে দমদমে ফিরিয়ে আনা হয়। এই পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন,'উনি কৃষ্ণনগরেও নামতে পারতেন। তবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিধানে কৃষ্ণনগর নেই, কৃষ্ণগড় আছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যদি কোথাও উপস্থিত না হতে পারেন, তাহলে 'পালিয়ে যাওয়া' বলা হয় এবং পদত্যাগ দাবি করা হয়। আজ প্রধানমন্ত্রী যে পৌঁছতে পারলেন না, তিনজন মানুষ মারা গেলেন, তাহলে তিনিও কি পদত্যাগ করবেন? মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর দিকে যাঁরা আঙুল তুলেছেন, এক্ষেত্রে আমরা ধিক্কার জানাই।'

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরই বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদীকে বিঁধেছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আপনি খালি হাতে এসেছেন। বাংলার টাকার আটকে রেখেছে কেন্দ্র। তৃণমূলের বিরোধিতা করুন, কিন্তু বাংলার বিরোধিতা করবেন না। বাংলার মানুষকে ভাতে মারছেন। মোদী মূল সমস্যাগুলি এড়িয়ে গিয়েছেন।' যদিও দুর্ঘটনার পরে মৃত কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পৌঁছন।

'কর্মশ্রী'র বদলে 'মহাত্মা-শ্রী'

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মত গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে রাখা হল মহাত্মা গান্ধির নামে। রাজ্যের 'কর্মশ্রী' প্রকল্পের পরিবর্তিত নাম হল 'মহাত্মা-শ্রী'। একশো দিনের প্রকল্পের বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত রাজ্যের জবকার্ড ধারী শ্রমিকদের ন্যূনতম কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে এই প্রকল্প শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম সরিয়ে দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন রাজ্যের একশো দিনের কাজের প্রকল্প হবে মহাত্মা গান্ধির নামাঙ্কিত। সেই মত পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের তরফে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও স্পষ্ট ও সুসংহত করতেই এই নামকরণ ও সংশোধন। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 'মহাত্মা-শ্রী' প্রকল্পের আওতায় মহাত্মা গান্ধি নরেগা প্রকল্পের জব কার্ডধারী প্রতিটি পরিবারকে বছরে অন্তত ১০০ দিনের মজুরি ভিত্তিক কাজ দেওয়াই মূল লক্ষ্য। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে এই কাজগুলি বাস্তবায়িত হবে। মার্চ ২০২৪-এ জারি হওয়া আগের বিজ্ঞপ্তির সব বিধান অপরিবর্তিত থাকছে, শুধু প্রকল্পের নাম ও উদ্দেশ্য নতুন করে স্পষ্ট করা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামো, উন্নয়নমূলক কাজ এবং বিভিন্ন দপ্তরের প্রকল্পে জব কার্ডধারীদের যুক্ত করে কর্মসংস্থান তৈরি করা হচ্ছে।

শতদ্রুর ২২ কোটি টাকা ফ্রিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেসির ভারত সফরের মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তর বিরাট সম্পত্তি ফ্রিজ করল রাজ্য সরকারের গঠন করা বিশেষ তদন্তকারী দল। সূত্রের খবর, শতদ্রুর বাড়িতে তল্লাশিতে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর অ্যাকাউন্টে ২২ কোটি টাকা ফ্রিজ করা হয়েছে। এদিকে ঘটনার দিন যুবভারতীতে যে টিকিট বিক্রি হয়েছিল তার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২০ কোটির কাছাকাছি বলে খবর। সেই টাকাও যাতে শতদ্রু দত্তের অ্যাকাউন্টে না আসে ইতিমধ্যেই সেটাই নিশ্চিত করেছে সিট। যে তৃতীয় মধ্যস্থতাকারী সংস্থার মাধ্যমে টিকিট বিক্রি হয়েছিল তাঁদের কাছে ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছে পুলিশের নির্দেশ। টিকিট বিক্রির টাকা যাতে কোনওভাবেই তাঁরা যেন শতদ্রুর অ্যাকাউন্টে না ফেলে তা বলা হয়েছে। কারণ, যুবভারতী-কাণ্ডের ক্ষতিপূরণ সেই টাকা থেকেই দেওয়া হবে বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার শতদ্রুর রিষড়ার বাড়িতে তল্লাশি চালায় বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। তিনতলা বাড়িতে সুইমিং পুল, ফুটবল মাঠ আছে। সেসময় একমাত্র পরিচারিকা ছাড়া কেউ বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি বিলাসবহুল বাড়ির ঘরে ঘরে তল্লাশি হয়। মেসির শোয়ে কালো টাকা ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে সন্দেহ তদন্তকারীদের।

সূত্রের খবর, শুক্রবার তল্লাশির পরই ব্যাঙ্ক ও নানা লেনদেন সংক্রান্ত হিসাব খতিয়ে দেখেন সিটের আধিকারিকরা।

রাজধানীর ধাক্কায় সাত হাতির মৃত্যু, পাঁচ বগি বেলাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন: অসমে রাজধানী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু হল সাত হাতির। জখম হয়েছে আরও একটি। শুক্রবার রাত ২টো ১৭ মিনিটে অসমের হোজাই জেলায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। সংবাদসংস্থা পিটিআই-এর প্রতিবেদন অনুসারে, দুর্ঘটনার জেরে রাজধানী এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন এবং পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। তবে যাত্রীরা সকলেই সুরক্ষিত রয়েছেন বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ।

প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের লামডিং ডিভিশন ধরে ছুটছিল সাইরাং-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস।

যমুনামুখ-কামপুর সেকশন ধরে দ্রুত গতিতে ট্রেনটি যাওয়ার সময় হাতির একটি পাল লাইনে চলে আসে। স্থানীয়দের দাবি, ওই পালে কমবেশি ১১-১২টি হাতি ছিল।

হাতির পালের সঙ্গে ধাক্কা লাগার পরেই রাজধানীর ইঞ্জিন এবং পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। যাত্রীদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে ইতিমধ্যেই বিশেষ ট্রেন পাঠিয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষ। ঘটনাস্থলে গিয়েছেন রেলের আধিকারিকেরাও। দুর্ঘটনাস্থলটি অসমের গুয়াহাটি থেকে ১২৬ কিলোমিটার দূরে। দুর্ঘটনার জেরে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে।

রেলের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, যে জায়গায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, সেটি নির্ধারিত 'এলিফ্যান্ট করিডর' নয়। লাইনে হাতির পাল দেখে আপৎকালীন ব্রেক কষেছিলেন চালক। কিন্তু দ্রুত গতিতে থাকা ট্রেন থামানো যায়নি।